Our Artist

41 Pally Club

Gouranga Kuila

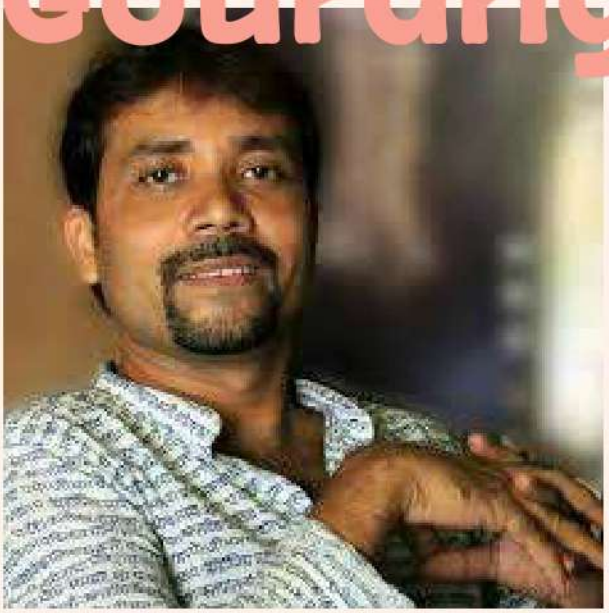

is a renowned Indian artist known for his innovative and thought-provoking Durga Puja pandals. Some of his notable achievements include:

* **National Award for Handicrafts (2002):** This prestigious award recognized Kuila's exceptional talent and contribution to the field of handicrafts.

* **Commissioned by Prominent Puja Organizers:** Kuila has been commissioned by some of the oldest and biggest Durga Puja organizers in Kolkata, including Barisha Club, 41 Pally Club, Mudiali Club, and Tridhara Sammillani.

* **Jute Durga Idol:** In 2019, Kuila created a 13-foot-tall jute Durga idol, which was installed at the National Crafts Museum in New Delhi. This unique creation aimed to raise awareness about the declining jute industry in Bengal.

These accomplishments highlight Kuila's significant contributions to the world of art and culture, particularly in the context of Durga Puja celebrations.

Gouranga Kuila is a renowned artist and theme-maker from West Bengal, India, primarily known for his innovative and elaborate Durga Puja pandals. He is also a skilled handicraftsman, especially with jute, and has founded his own company named "GOLDEN MEMORY", which specializes in interior decorations and jute sculptures.

Here are some key highlights about Gouranga Kuila:

* **Pandal Art:** He is highly sought after for his creative and often eco-friendly Durga Puja pandal themes. He has designed numerous notable pandals in Kolkata and other parts of India, some of which have won awards. His themes often incorporate unique materials and philosophical concepts, such as a doll's house, an aquatic biosphere, three-dimensional patachitras, and even the concept of discarded objects gaining new life.

* **National Recognition:** He gained significant prominence after winning the National Award for Handicrafts in 2002 for an innovative flower vase.

* **Self-Taught Artist:** Gouranga Kuila is a self-taught artist who chose to pursue art despite his family's initial wishes for him to continue in agriculture.

* **Jute Craft Specialist:** His unique style of processing and crafting jute to create beautiful sculptures is a particular specialization.

* **Impact and Influence:** He has inspired many others in his hometown of Medinipur, with some 200-odd farmers now working as pandal-makers during the Puja season, many of whom he has mentored.

* **Notable Works/Themes:** Some of his specific themes include:
  * An aquatic biosphere with coral reefs and sea weed.
  * Mechanically manoeuvred dolls made of synthetic fibre.
  * Three-dimensional patachitras made of thread.
  * Using cellophane to create a glass painting effect.
  * A Buddha made out of puja utensils (chosen for preservation at a museum).
  * A pandal out of an elephant howdah.

41 Pally Club

Artist's Statement:

It may not be possible to determine exactly when human coexistence with machines began. Yet, from farming to building homes, humans have made machines their companions since the earliest times. Today's society and civilization are entirely machine-dependent. Friendship with machines has, in turn, made humans somewhat mechanical themselves—various events in society bear testimony to this fact. We have often called science a blessing, at other times a curse. But all of this is merely for the sake of saying—truth is, we are all puppets in the hands of time. There is no denying it.

Now, as robots and artificial intelligence raise questions of social control, one wonders—is this truly good for human civilization? The question remains. When we think of environmental pollution, we feel perhaps the Earth would have been better off if humans did not have so much intelligence.

At the 41 Pally Durga Puja, we have only tried to express these thoughts. From the *Tepa Putul* (clay dolls) to theatre puppet dolls, to mechanical dolls, and now robots—each is still a doll. Once upon a time, humans made dolls dance; today dolls make humans dance. What we shall present in our pandal is, in truth, a three-dimensional canvas, where these very ideas can be seen like images.

Durga Puja signifies the battle between good and evil. Both are powerful, and both exist within every human being. We merely conceal the evil within us. We hide our defeats and announce only our victories—and thus the world grows heavy.

Let us, as puppets in the hands of time, pray to the Mother that we may break free from the shell of the doll, and become truly human.

A true human being.

— *Gouranga Kuila*

41 Pally Club

Design of This Year's Pandal –

A 3D Architectural Canvas

The **41 PALLY CLUB Durga Puja 2025 pandal** has been envisioned as a three-dimensional canvas, where space, structure, technology, and colour converge into an immersive experience. Unlike a conventional façade, this pandal is constructed with layered depth, giving it the feel of an evolving installation rather than a static backdrop.

The design is composed of multiple overlapping planes, each treated with distinct textural finishes and colours. These layers rise and recede, creating a dynamic play of light and shadow throughout the day and night. As visitors move around the structure, the angles reveal new dimensions—transforming perspectives with every step.

At the heart of the pandal stands a majestic tree, encircled by a swirling architectural formation that depicts a **tornado**. This powerful visual metaphor signifies the balance between creation and destruction, nature and technology. Surrounding this core, **robots with mechanical movements** bring the installation to life, embodying the theme of man–machine coexistence. To heighten the immersive experience, **augmented reality** has been introduced, allowing visitors to interact with digital layers of art, mythology, and storytelling that seamlessly blend with the physical pandal.

The shading of colours has been carefully curated to enhance this effect. Bold primary tones form the base, while gradations, highlights, and muted accents add complexity, allowing the pandal to appear different when viewed under daylight and when illuminated at night. Special lighting techniques further accentuate the multi-layered depth, giving the illusion of the pandal breathing with movement.

From an architectural standpoint, the pandal balances structural integrity with visual fluidity. Traditional bamboo framework supports the superstructure, while innovative material layering creates the canvas-like finish. The fusion of conventional craftsmanship and contemporary design principles—augmented by cutting-edge **technology and robotics**—makes this pandal not just a festive structure but an **architectural and technological artwork** in itself.

This year's creation invites visitors to step into a space where **art, architecture, and technology merge**—a pandal that is at once a shelter, a sculpture, and a living, breathing canvas of devotion.

41 Pally Club

আমাদের শিল্পী

গৌরাঙ্গ কুইলা

গৌরাঙ্গ কুইলা পশ্চিমবঙ্গের একজন খ্যাতনামা শিল্পী ও থিম-নির্মাতা, যিনি মূলত তাঁর অভিনব ও বিশাল দুর্গাপূজা প্যান্ডেল শিল্পকর্মের জন্য পরিচিত। তিনি একজন দক্ষ হস্তশিল্পীও, বিশেষ করে পাটের কাজের জন্য সুপরিচিত। তিনি নিজস্ব সংস্থা গোল্ডেন মেমরি প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং পাটের ভাস্কর্যে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গৌরাঙ্গ কুইলার প্রধান দিকসমূহ:

প্যান্ডেল শিল্প : অভিনব ও প্রায়শই পরিবেশবান্ধব থিমের জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত। কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু উল্লেখযোগ্য প্যান্ডেল তৈরি করেছেন, যেগুলি পুরস্কারও অর্জন করেছে। তাঁর থিমে থাকে অনন্য উপকরণ ও দার্শনিক ধারণা—যেমন পুতুলবাড়ি, জলজ জগৎ, সুতোয় তৈরি ত্রিমাত্রিক পটচিত্র, এমনকি বাতিল জিনিসের পুনর্জন্মের ভাবনা।

উল্লেখযোগ্য থিম/কাজ:

- প্রবালপ্রাচীর ও সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে জলজ জগৎ।
- সিনথেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি যান্ত্রিকভাবে সচল পুতুল।
- সুতোয় তৈরি ত্রিমাত্রিক পটচিত্র।
- সেলোফেন ব্যবহার করে কাঁচের ছবি আঁকার ভ্রম।
- পূজোর সামগ্রী দিয়ে তৈরি বুদ্ধ মূর্তি (যা একটি জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে)।
- হাওদা-র আদলে তৈরি এক অভিনব প্যান্ডেল।

জাতীয় স্বীকৃতি :

২০০২ সালে অভিনব ফুলদানি তৈরির জন্য তিনি জাতীয় হস্তশিল্প পুরস্কার অর্জন করেন।

স্বশিক্ষিত শিল্পী : পরিবারের কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নিজেই শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।

পাটশিল্পে দক্ষতা : বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাটকে কাজে লাগিয়ে নান্দনিক ভাস্কর্য তৈরি করাই তাঁর বিশেষ দক্ষতা।

প্রভাব ও অনুপ্রেরণা : মেদিনীপুরে তাঁর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রায় ২০০ কৃষক আজ দুর্গাপূজা প্যান্ডেল নির্মাণে যুক্ত, যাদের অনেককেই তিনি নিজে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

41 Pally Club

শিল্পীর বক্তব্য ঃ

যন্ত্রের সাথে মানুষের সহবাস করে কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা হয়তো সঠিকভাবে জানা যাবে না। তবে, চাষাবাদ থেকে বসতবাড়ি নির্মাণে যন্ত্রকে সঙ্গী করেছে মানুষ সেই আদিম যুগ থেকে। বর্তমান সমাজ-সভ্যতার মানুষ সর্বত্রেই যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব মানুষকেও অনেকটাই যান্ত্রিক করেছে, সমাজে নানান ঘটনা তা প্রমাণ করে। আমরা বিজ্ঞানকে কখনও আশীর্বাদ, কখনও অভিশাপ বলেছি। এই সবই বলার জন্য বলা, আসলে আমরা সবাই সময়ের হাতের পুতুল — একথা অস্বীকারের জায়গা নেই। আজ রোবট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত হচ্ছে, তা মানব সভ্যতার পক্ষে সত্যিই কি ভালো? প্রশ্ন থেকে যায়। তবে পরিবেশ দুষণ নিয়ে যখন আমরা ভাবি, তখন মনে হয় মানুষের এতটা বুদ্ধি না থাকলে হয়তো ভালো হতো পৃথিবীর জন্য।

৪১ পল্লীর দুর্গাপূজায় আমরা এইগুলিই বলার চেষ্টা করেছি মাত্র। টেপা পুতুল থেকে পুতুল নাচের পুতুল, যান্ত্রিক পুতুল হয়ে আজ রোবট, সেও তো পুতুল। এতদিন মানুষ পুতুলকে নাচাতো, আজ পুতুল মানুষকে নাচাচ্ছে। আমাদের মণ্ডপে যা প্রদর্শিত হবে তা আসলে এক থ্রি-ডি ক্যানভাস, যেখানে এই কথাগুলির ছবি মতন দেখতে পারে। দুর্গাপূজা মানে সুর আর অসুরের লড়াই, দুটোই শক্তিধর, দুটোই প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে। আমরা আমাদের মধ্যে থাকা অসুরটাকে লুকিয়ে রাখি মাত্র। আমরা আমাদের পরাজয় লুকিয়ে জয়টাই ঘোষণা করি, তাই পৃথিবী ভারাক্রান্তয় এসো সময়ের হাতের পুতুল হয়ে আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, পুতুলের খোলস থেকে আমরা যেন বেড়িয়ে মানুষ হতে পারি! একটা সত্যিকারের মানুষ।

ইতি
গৌরাঙ্গ কুঁইলা

41 Pally Club

এবারের প্যান্ডেল —

এক ত্রিমাত্রিক স্থাপত্য ক্যানভাস

৪১ পল্লী ক্লাবের দুর্গাপূজা ২০২৫-এর প্যান্ডেল কল্পনা করা হয়েছে এক **ত্রিমাত্রিক ক্যানভাস** হিসেবে— যেখানে স্থাপত্য, প্রযুক্তি ও রঙ মিলেমিশে গড়ে তুলবে এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা। প্রচলিত মুখাবয়বের মতো নয়, এই প্যান্ডেলটি তৈরি হয়েছে স্তরিত গভীরতায়, যা স্থির নয় বরং এক ক্রমবিবর্ধিত শিল্প-স্থাপনার রূপ ধারণ করেছে।

অসংখ্য আবৃত্ত স্থর, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন টেক্সচার ও রঙে সাজানো, উপরে উঠে আবার নিচে নেমে গঠন করেছে এই কাঠামো। সূর্যালোক ও ছায়ার খেলার সঙ্গে প্যান্ডেল বদলে যায়, আর দর্শকের প্রতিটি পদক্ষেপে ধরা দেয় নতুন মাত্রা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। রাতে, আলোকসজ্জার বিশেষ প্রয়োগ এই রূপান্তরকে আরও তীব্র করে তোলে, পুরো স্থাপনটিকে এক চলমান ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া জীবন্ত সত্তার মতো করে তোলে।

কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে এক **ঐশ্বরিক বৃক্ষ**, যাকে ঘিরে রয়েছে ঘূর্ণায়মান স্থাপত্যরূপ— একটি **ঘূর্ণিঝড়ের প্রতীক**। এই শক্তিশালী চিত্রকল্প সৃষ্টি ও বিনাশ, প্রকৃতি ও প্রযুক্তি শাশ্বত ভারসাম্যের দ্যোতক। এর চারপাশে **যান্ত্রিক গতিশীলতাসম্পন্ন রোবট** প্যান্ডেলকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, তুলে ধরছে **মানব ও যন্ত্রের সহবস্থান**-এর মূল ভাবনা।

অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর করেছে **অগমেন্টেড রিয়েলিটি**— যেখানে দর্শক ডিজিটাল শিল্প, পুরাণ ও কাহিনির স্তরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন, যা বাস্তব কাঠামোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এভাবে প্যান্ডেল রূপ নিয়েছে এক বহুমাত্রিক বর্ণনামূলক শিল্পমঞ্চে।

রঙের প্যালেট বাছাই করা হয়েছে এই স্তরিত নকশার সাথে সাজুয্য রেখে— গাঢ় প্রাথমিক রঙের ভিত্তি, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম টোন, মৃদু শেড ও হাইলাইট। ফলে প্যান্ডেল দিনে যেমন প্রাণবন্ত, রাতে আলোর আবহে তেমনই স্বপ্নময়।

স্থাপত্যগত দিক থেকে এই প্যান্ডেল শিকড়ে ঐহিত্যবাগী, অথচ দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক। বাংলার দুর্গাপূজা শিল্পের আত্মা **বাঁশের কাঠামো** জুড়ে রয়েছে, আর তার উপর আধুনিক স্তরায়ণ ও সমকালীন নকশা গড়ে তুলেছে তরল স্থাপত্যভঙ্গি। রোবটিক্স ও ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রযুক্তির সংযোজনের মাধ্যমে এই প্যান্ডেল শুধু উৎসবের আশ্রয় নয়, বরং এক **স্থাপত্য ও প্রযুক্তিগত শিল্পকর্ম**।

এই বছরের সৃষ্টিটি এক **আমন্ত্রণ**— যেখানে **শিল্প, স্থাপত্য ও উদ্ভাবন মিলেমিশে যায়**। এক প্যান্ডেল, যা একসঙ্গে **আশ্রয়, ভাস্কর্য ও ভক্তির জীবন্ত ক্যানভাস**।